নিঃশব্দ গমন

সোহম রাসেল রাবিদ

কোন একদিন আমিও গিয়েছিলাম মৃদু পায়ে-নিঃশব্দে
তোমার কাছাকাছি; ময়ূরের ডেক-এ সারি সারি বিছানার আলপথ বেয়ে
সুন্দরবন অভিযাত্রী দলের দৃষ্টি এড়িয়ে–সে-ই কোন একদিন–
শুধুমাত্র আমার চোখ-ই স্পর্শ করেছিল তোমার অব্যক্ত সৌন্দর্যকে।

(কটকা থেকে কচিখালী–কত জল, কত রূপ
কত স্নিগ্ধ সবুজের কোলাহল–তার ভেতর কী মোহে
ছড়ায় দৃষ্টি অব্যক্ত সৌন্দর্যের রমণী!)

দুবলার চরের মলিন বালিতে তোমার পায়ের ছাপ
কী নিখুঁত–নরম, হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলাম আমি–
আমার হাত ভরে গিয়েছিল এক অপার্থিব আলোয়।
সে আলো বুকে ধরে আমিও চেয়েছিলাম–
আমার পায়ের চিহ্ন মিশে যাক–তোমার নরম আলোর উৎসে।

শেষ পউষের হিম হিম বাতাসে–নক্ষত্র ভরা রাতে–
ভরা সাগরের বুকে–মঙ্গলপ্রদীপ পারিজাত চোখ হয়ে ভাসে,
চোখের পাশে চোখ–চোখের ভেতরে চোখ–
আরো চোখ–অন্ধকারের ভেতর ফানুস ওড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াসে
শোনে ঠিকুজীর ক্রন্দন; তখন আমার চোখ সম্মোহিতের মতো
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছিল তোমার গভীর চোখের দৃষ্টি–
আমি পেয়েছিলাম নব জীবন–প্রথম বর্ষবরণের মতো।

আমি এখনও প্রতিদিন তোমার কাছাকাছি আসি–
মৃদু পায়ে-নিঃশব্দে।

০৫/০৪/০৬
raabidx@gmail.com

যাও, তাকে বলো

সোহম রাসেল রাবিদ

যাও, নক্ষত্রের রাত, তাকে বলো গিয়ে–আমি
এই করমজলের পথে পথে হেঁটেছি গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে
তার পায়ের ভেজা ভেজা নরম ছাপ থেকে বিচ্ছুরিত–
অমিয় আলোয় পথ দেখে দেখে।

যাও, তাকে বলো–
পউষের শেষে যে-ই তারা ভরা আকাশের ছাদ–
সে-ই ছাদ থেকে রাত্রি তিন প্রহরেই সব নক্ষত্র
খসে পড়েছে দুবলার চরের মলিন বুক জুড়ে–তার পায়ের
নরম ছাপের ভেজা ভেজা সমুদ্রে।

করমজল থেকে দুবলার চর:
জাহাজের বে-ইস্টার্ণ-ডেক, বাথরুম, ছাদ–সর্বত্রই
আমি দেখেছি ঝরে পড়া সেই সব নক্ষত্রের
ছোপ ছোপ আলোর উৎসব।

দ্যাখো–
অভিযাত্রী দল, সবাই দ্যাখো–কী মোহে সাগর সাজায়
তার আকাশের রূপ–অনর্থক–অর্থহীন! আর সে আকাশেই
তোমরা খুঁজে বেড়াও ক্যাসিওপিয়া, অরাইয়ান কিংবা
নিতান্তই শনির বলয়–দূরবীণ চোখে নিষ্পলক
মৃত মাছের মতো। আর আমি হৃদয়ের সবটুকু চোখ মেলে
চেয়ে থেকেছি–কিভাবে গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি
ফুটে উঠেছে তার প্রতিটি পায়ের ছাপে–একেকটি বালুকণা
দেদীপ্যমান যুবতী নক্ষত্রের মতো।

এসো, তারা-ফোটা রাত
তাকে বলো গিয়ে–অব্যক্ত সৌন্দর্যের রমণীকে–
সে যেন ভুলেও আর ফিরে না যায়
এই কেওড়া বন–ভেজা ভেজা বালির চর ফেলে; তার অগুণিত পায়ের ছাপ
আরো জ্বলজ্বল করুক–আর আমিও নরম অন্ধকারের বুকে–
তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলি আলোর মৌতাতে–
পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত।

০৫/০৪/০৬
raabidx@gmail.com

অব্যক্ত সাক্ষ্য

সোহম রাসেল রাবিদ

এই ঘাস–সবুজ নরম ঘাস, আর নাম না-জানা অর্কিড সাক্ষী;
আগাছা উপড়ানো লাল গোলাপের বাগান সাক্ষী; সারি সারি
বাদুর-ঝোলা তেঁতুলের বৃক্ষ, বলধার শান বাধানো পুকুর–
মলিন জল–পদ্মপাতা, পাতাবাহারের ঝোপ–ম্যাগনোলিয়া সাক্ষী;
প্রেম-মগ্ন সাইত্রিশ জোড়া যৌবন সাক্ষী–
আমি তোমাকে কাঁদাতে চাই নি–মহিমান্বিতা–
আমি কখনোই তোমাকে কাঁদাতে চাই নি।

(পৃথিবীর সুন্দরতম কথাটি আমি শুনতে চেয়েছিলাম:
আমার আকুতি ভরা দুটি চোখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছিল
–তোমার ছলছল দৃষ্টি
–আলুথালু গজদন্ত
–বিস্মিত অভিমানে কাঁপা কাঁপা ঠোঁট
–কানের নীলাকাশী পাথর;
তোমার একেকটি গমক–ভালবাসার মোহন মোদকের মতো–
আবেশে আবেশে জড়িয়ে রেখেছিল আমার বিস্মিত সময়গুলোকে।)

সেই নিদারুণ বিকেলের আলো-ছায়ার বৈভব সাক্ষী;
তোমার ছলছল আনত দৃষ্টি–বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠের গমক সাক্ষী;
পৃথিবীর সুন্দরতম কথাটি বলার আকুতি সাক্ষী;
তোমার মেহেদী-রাঙানো পা, আকাশী পোষাকের কারুকাজ সাক্ষী–
আমি তোমাকে হারাতে চাই নি–মহিমান্বিতা–
আমি কখনোই তোমাকে হারাতে চাই নি।

(আমার অবয়ব ছিল জীর্ণ ভিখিরীর মতো–
আমার শীর্ণ হাতে ছিল তোমার করতল স্পর্শের ছায়া,
কৃষ্ণা একাদশীর গাঢ় অন্ধকারে তোমার বন্ধুত্বের পিদিম
–আমি পয়মন্ত আলোর মতো আঁকড়ে ধরেছিলাম;
আমার অনুভূতিগুলো, পরাৎপর স্বপ্নগুলো
–অবলীলায় রেহান করেছিলাম তোমার কাছে।)

আমার কষ্ট-শিকস্তি বুকে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস সাক্ষী;
আমার সারাৎসার প্রেম–ভালবাসার নিকানো উঠোন,
আমার নতুন জীবনের আটচালা বসত-বাটী–সবই সাক্ষী;
তোমার অব্যক্ত সৌন্দর্য আর নিঃশব্দ কথামালা সাক্ষী–
আমি তোমাকে কাঁদাতে চাইনি–মহিমান্বিতা–
আমি কখনোই তোমাকে কাঁদাতে চাইনি: আমি
শুধু তোমাকে ভালবাসি–জানাতে চেয়েছিলাম।

২৭/০৪/০৬

raabidx@gmail.com

বিস্মরণে যাব

সোহম রাসেল রাবিদ

তুমি আ-র ভেবো না আমাকে; ভেবো নাকো:
এই বিদীর্ণ হৃদয়ের পথিক–পরম পয়মন্তের মতো
কোন একদিন এসেছিল তোমার কাছাকাছি
–মৃদু পায়ে, নিঃশব্দে।
তার হাত ছুঁয়েছিল তোমার পায়ের নরম ছাপ–
তার হাত ভরে উঠেছিল মুঠো মুঠো অপার্থিব আলোয়:
সে অমিয় আলোয় পথ দেখে দেখে–
চিনে নিয়েছিল তোমার অব্যক্ত সৌন্দর্যকে।

তুমি আ-র ভেবো না তাহাকে; ভেবো নাকো:
সেই অশ্বত্থের নীচে–শপথের ভাঁটফুল ঝরে পড়া,
ভূতের কুহকে বিমুগ্ধ ওঝার হৃদয়ের সব যতিচিহ্নের অনুলিখন
–যৌবন সরণির পথে পথে।
সে-ই একেকটি চিহ্ন নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিল তার ভ্রমণ-ক্লান্ত বুকে।
সে তার বুকের কপাট খুলে দিয়েছিল–নক্ষত্রের নরম আলোয়
আরো উদ্ভাসিত হয়েছিল তোমার অব্যক্ত সৌন্দর্য।

তুমি আ-র ভেবো না তাহাকে: আমাকে।

......আমি রয়ে যাই দূরে...........প্রবল ভালবাসার দেবতা....
.....চারিদিকে নিদারুণ গোধূলি সময়.........কান পেতে শুনি–
করুণ শব্দে হৃদয়ের পার ভাঙ্গে.........তোমার স্মৃতি-কুয়াশায়
ঝাপসা হয়ে ওঠে এই মুখ........ভূত নেই........ওঝা নেই.....
.....প্রেম নেই.......আমি নেই........আমি রয়ে যাই দূরে......

২৮/০৪/০৬
raabidx@gmail.com

অন্তঃলীনা

সোহম রাসেল রাবিদ

এই সব নিদারুণ ঝড়ের রাত আমার একা একা কাটে–ব্যর্থ সুরাসার;
হুতুমের ডাক শুনে নিভেছে পিদিম–টুটেছে সকল মায়া–সব দুরাশার।
সে যে হারিয়ে গেছে দূর চরাচরে–কাতর অভিমান নিয়ে–হৃদয় বিরান;
তার নাম ধরে ডেকে ডেকে চেয়েছি–প্রেম দাও–সারাৎসার, সুখের পিরান।

এ কেমন চলে যাওয়া–আচানক, পাণ্ডুর সময়ে কে শোধে–হৃদয়ের ঋণ!
ধূপকাঠি–সেও নিভে যায় পুড়ে পুড়ে–গন্ধ বিলায়, সহসা হয় না বিলীন।
চোখ তার ধরেছে শ্রাবণের মেঘঃ মাটির টানে নেমে আসে–সিক্ত অবিকার ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে চাঁদ মিশে যায় অন্ধকারে, আলো আর অমারাত–কার অধিকার?

সকল আয়োজন শেষে রয়ে যায় পিছুটান, ছাই-স্মৃতিঃ আমার বিনাশ,
গাঢ় অন্ধকারে অশরীরী ভিড় করে, বেজে চলে নিরবধি–দুঃখের পিনাস।
ঘুমহীন সমুদ্রের মতো যৌবন তার–বয়ে চলে, পায় কি–আপনার ঘর?
আমার আরতি পায়ে দলেঃ তবু তার বসবাস–ঘুরে ফিরে–আমার ভিতর!

এখনও নরম অন্ধকারের ভেতর থেকে জেগে ওঠে তার কোমল মুখ;
আমি বিহ্বল চেয়ে থাকি–ভাষাহীন, আতিপাতি খুঁজি তার চোখে–নির্মল সুখ।
হাজার জোনাকের নীল আলোয় ভরে যায় ঘর-দোর-বিছানা'র চারিপাশ,
কোথায় সেঃ আছ কোথায়? ফিরে এসো, আলো ঝরাও এই বুকে–আমার আকাশ।

২৮/০৪/০৬
raabidx@gmail.com